Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্রান্সপোর্ট স্টাডিজ আরইটিএফ এনএলটিএ প্রকল্প (পি ১৪৮৮৮১)
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট- ১ (পি ১৫৪৫৮০)
বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায়

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট- ১, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে স্থল বন্দর নির্মাণ করা। আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন করিডোরসমূহে বানিজ্য সংশ্লিষ্ট সময় ও ব্যয় কমানো ও অবকাঠামো উন্নয়ন এর পাশাপাশি কৌশরগত উন্নয়ন সাধন করাও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের মূল উপাদনসমূহ নিম্নরুপ;

উপাদান- ১: ভারত ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে অবকাঠামো, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা। (বিএলপিএ- ব্যবস্থাপনাধীন উপাদান): এই উপদানের মধ্যে ক) উপাদান ১ক: স্থলবন্দর অবকাঠামো, খ) উপাদান ১খ: স্থলবন্দর আধুনিকায়ন ও পদ্ধতি/ দক্ষতা উন্নয়ন, গ) উপাদান ১গ: স্থলবন্দরের সংযুক্তি/ যোগাযোগ বৃদ্ধি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমুলক সমীক্ষা ও কার্যক্রম, ইত্যাদি সন্নিবেশিত রয়েছে।

উপাদান ২: বাণিজ্য সমন্বয়ের জন্য সহযোগিতা ও নারীদের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি (আইডিএ- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ডাব্লিউটিও সেল)। এই উপাদানের মধ্যে ক) উপাদান ২ক: জাতীয় বাণিজ্য ও পরিবহন ফেসিলিয়েশন কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান (আন্ত;মন্ত্রণালয়), এবং খ) উপাদান ২খ: নারী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার জন্য (পাইলট) প্রকল্প প্রণয়ন করা, ইত্যাদি সন্নিবেশিত রয়েছে।

উপাদান ৩: জাতীয় একক উইন্ডো বাস্তবায়ন ও কাস্টম আধুনিকায়ন শক্তিশালীকরণ।

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন

প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের কার্যক্রম এর পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত না করা হলেওএকটি নীতিগত কাঠামোর ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্পের জন্য একটি পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সম্পাদন করা হয়েছে। বিদ্যমান পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) প্রণীত হয়েছে- (i) প্রস্তাবিত সকল উপ-উপাদান ও উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার উপাদানকে অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিত করার জন্য, (ii) জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্বব্যাংকের শর্ত অনুসারে প্রকল্প পরিচালনা নিশ্চিত করা, এবং (iii) প্রয়োজন অনুসারে সকল উপ-প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের নির্দেশনা প্রদান করা। এই পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নটি তিনটি উপাদানকে ব্যপ্ত করে সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের জন্য প্রয়োগযোগ্য হবে।

নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষন বিষয়ক প্রধান আইনগত ভিত্তি হচ্ছে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষন আইন। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এই আইনের সাথে সম্পূরকভাবে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা- ১৯৯৭ এর বিধান অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য প্রকল্পটিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকে। স্থলন্দরের উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ উল্লিখিত কোন শ্রেণী বিভাযনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। তথাপি, বিএলপিএ'র অন্যান্য স্থলবন্দরের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা ও উল্লিখিত স্থলবন্দসমূহে কাজের পরিসর বিবেচনায়, প্রত্যাশা করা যায় যে, নতুন স্থলবন্দর নির্মাণ বা বিদ্যমান স্থলবন্দরের উন্নয়ন 'কমলা- বি' শ্রেণীভূক্ত হবে।

পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, বিশ্ব ব্যাংকের রক্ষাকবচের মধ্যে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ওপি/ বিপি ৪.০১) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পটি বি শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত যেহেতু অধিকাংশ প্রভাব সুনিদিষ্ট করা আছে এবং প্রভাব প্রশোমনের মানসম্মত উপায়ে এ সকল প্রভাব প্রশোমন করা সম্ভব হবে। এই নীতিমালার আলোকে প্রতিটি স্থলবন্দরের জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন

প্রতিবেদন (ইএসআইএ) তৈরি করা হবে। উপরোন্ত, বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত জনমত গ্রহণ ও প্রকাশ সংক্রান্ত নিয়মও অনুসরণ করা হবে।

সামগ্রিক প্রকল্প ও উপাদনসমূহ

প্রাথমিকভাবে এই উপাদানের আওতায় ভোমড়ায় বিদ্যমান স্থলবন্দরের উন্নয়নের পাশাপাশি, শেওলাতে একটি নতুন স্থরবন্দর প্রস্তাব করা হয়েছে। পার্কিং এর স্থান (প্রয়োজন অনুসারে), উপসাগরীয় অঞ্চলের ট্রান্সলোডিং (প্রয়োজন অনুসারে), শীতাতম নিয়ন্ত্রিত কার্গোর ক্ষেত্রে নোঙর করার এলাকা ব্যবহার ব্যতিরেকে ব্যাক টু ব্যাক ট্রান্স শিপিং এর ব্যবস্থাসহ অতিরিক্ত ট্রান্স লোডিং এলাকা, পরিদর্শন এলাকা, যে সকল পন্য তাৎক্ষনিকভাবে পরিস্কার করা সম্ভব নয় বা কাস্টম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জব্দকৃত মালামালের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ ক্ষনস্থায়ী গুদামজাতকরণ এলাকা (যেমন; গুদাম), দ্বিতীয়বার পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে ট্রাক ও অন্যান্য পরিবহন এর জন্য পরিদর্শন শেড (যা মোট পরিবহনের ৫% এর অধিক হওয়া বাঞ্চনীয় নয়), পচনশীল দ্রব্যের জন্য ছোট আকারের হিমাগার ব্যবস্থা (প্রয়োজন অনুসারে), ক্ষতিকর দ্রব্য সংরক্ষনের জন্য নির্দিষ্ট ও নিরাপদ সংরক্ষনাগার, নিয়ন্ত্রন তৈরির জন্য সারি নির্মাণের উপযোগী খালী জায়গা এবং পরিবহন জট পরিহার করার জন্য বাই-পাস সক্ষমতাসহ পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আয়োজনসহ স্থলবন্দরের সুবিধাদি নির্মাণ করা। উপরে উল্লিখিত সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জমি আবশ্যক।

সুবিধাদির মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে নারী ব্যবহারকারীদের চাহিদা (যেমন নারীদের জন্য শৌচাগার সুবিধা, শুধুমাত্র নারীদের জন্য অপেক্ষা কক্ষ), বিকল্পভাবে ব্যবহারে সক্ষমদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং সকল ব্যবহারকারীগণের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিশ্চিত করতে হবে। সকল টার্মিনালে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কাউন্টার, অপেক্ষাকক্ষ ও শৌচাগার এর ব্যবস্থা এবং বিকল্প ভাবে ব্যবহারে সক্ষম ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য অবতরণ পথ এর ব্যবস্থা রাখা হবে। সকল স্থলবন্দরে সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখা হবে।

পরিবেশগত আয়োজন

ভোমড়া স্থলবন্দরঃ ভোমড়া স্থলবন্দরটি খুলনা থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে ভারতের ঘোজাডাঙ্গা শহরের বিপরিত দিকে অবস্থিত, যা কোলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দুরত্বে অবস্থিত। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হওয়ার পরে, এটাই হবে ঢাকা থেকে কোলকাতার মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প দুরত্বের রাস্তা হবে এটি। স্থলবন্দরটি বিএলপিএ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে, যা ২০১৩ সালে চালু হয়েছে। সাধারণভাবে এই এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট হচ্ছে সমতল ভূমি, তবে কোন কোন স্থানে সামান্য পরিমাণ নিচু জমি রয়েছে। সীমান্ত এলাকার মধ্যে একটি জলপ্রবাহ (খুমরা খাল) অবস্থিত, যা স্থলবন্দর থেকে প্রায় ৬০০ মিটার দুরত্বে অবস্থিত। যেহেতু জরপ্রবাহটি স্থলবন্দর থেকে সামান্য উঁচুতে অবস্থিত ফলে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন সুবিধা পাওয়া যাবে না, উপরোন্ত স্থলবন্দরের কিছু এলাকা জলে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইছামতি নদীটি স্থলবন্দরের ৩ কিলোমিটার দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থিত। স্থলবন্দরের পার্শ্ববর্তি এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, সড়ক পার্শ্ববর্তি দোকান ও কৃষিজমি দ্বার পরিবেষ্টিত। উল্লিখিত এলাকাসমূহ আবাসিক এলাকা এবং এর মধ্যে কোন প্রাকৃতিক উপাদান নেই। স্থলবন্দর ও পার্শ্ববর্তি এলাকা সড়কের ধুলায় চরমভাবে দুষিত। সড়ক এর পাশের হাটার জন্য কাঁচা রাস্তা ও ট্রান্সশিপন্টের ইয়ার্ড উক্ত ধুলার প্রধান উৎস। সীমান্তবর্তি প্রবেশপথও পাঁকা নয়। প্রতিদিন প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ ট্রাক ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে, এবং বাংলাদেশ থেকে ২০ থেকে ২৫ টি ট্রাক ভারতে যায়।

শেওলা স্থলবন্দরঃ প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরটি বড়গ্রামে অবস্থিত শেওলা স্থল কাস্টমস স্টেশনের নিকটে গড়ে তোলা হবে। শেওলা স্থল কাস্টমস স্টেশনটি বিয়নীবাজার উপজেলা পরিষদ থেকে ১৩ কিলোমিটার ও সিলেট সদর জেলা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দুরত্বে অবস্থিত। প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরটি কিছু এলাকা প্লাবনভূমির মধ্যে অবস্থিত। প্রস্তাবিত বন্দরের স্যাটালাইট ম্যাপ চিত্র ৪.২ এ প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্ষাকালে এলাকাটি পানিতে প্লাবিত হয় এবং শুকনা মৌসুমে এর একটি অংশ অস্থায়ী ট্রাক পার্কিং ও আমদনীকৃত কয়লা মজুদ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রস্তাবিত স্থলবন্দরটির পাশ দিয়ে বৃষ্টির প্লাবিত পানি নিষ্কাশনের একটি নর্দমা রয়েছে। কুশিয়ারা নদীটি প্রস্তাবিত স্থলবন্দরটির উত্তরদিকে প্রায় তিন কিলোমিটার দুরত্বে প্রবাহিত হয়েছে এবং শেওলার প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিনে মুরিহা হাওর (একটি অভ্যন্তরীণ জলাধার) অবস্তিত। বর্তমানে এই স্টেশনের বার্ষিক রপ্তানীর পরিমাণ হচ্ছে ১৩১ টন ও আমদানীর পরিমাণ হচ্ছে ৪৩ টন। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ২০ টি ট্রাক যাতায়াত করে।

পরিবেশগত প্রভাবের চিত্র

ভোমড়া স্থলবন্দরঃ ভোমড়া একটি বিদ্যমান স্থলবন্দর এবং বন্দর পার্শ্ববর্তি এলাকায় পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল কোন কিছু অবস্থিত নেই। ভোমড়া বন্দরের চলমান কার্যক্রমের সাথে প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যকমের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য প্রভাবের সারসংক্ষেপ গৃহীতব্য প্রশোমন উদ্যোগসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- ভোমড়া স্থলবন্দরটি সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৩ সালে গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু উপর্যুক্ত পরিকল্পনার অভাবে সে সময় ভোমড়া বন্দরের কার্যক্ষমতা কম নিরুপণ করা হয়েছিল এবং খুবই সীমিত এলাকা বন্দর নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে বিএলপিএ'র মহাপরিকল্পনা অনুসারে ভোমড়া বন্দরের উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের জন্য আরও ৪৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে।
- ভোমড়া বন্দর এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ও আবাসিক স্থাপনা বিদ্যমান, সেহেতু বন্দর পার্শ্ববর্তি এলাকায় অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রতিরোধে উপজেলা/ পৌরসভা প্রশাসনের জমি ব্যবহার নীতিমালা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।
- ভোমড়া বন্দরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারি ও পার্শ্ববর্তি এলাকার মানুষের জন্য ধুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সুবিধাধি সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণের সময় এই সমস্যাটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এর মধ্যে উদাহরণ স্বরুপ; বাধানো ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, হাটার জন্য রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ, পানি ছিটানোর মাধ্যমে ধুলা নিয়ন্ত্রণ বা ঢাকনাযুক্ত গুদামজাতকরণ এলাকা; ঝাড়ু দেওয়া/ ভেকুয়ামসহ যন্ত্রপাতির সংস্থান, ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে।
- ভোমড়া বন্দরে জলাবদ্ধতার সমস্যাটি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেহেতু নকশার মধ্যে পানি নিষ্কাশনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রাখতে হবে।
- বন্দরে বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। বন্দরে বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- নারী পরিভ্রমণকারী/ ব্যবসায়ীদের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা নেই, ফলে এগুলো স্থাপন করতে হবে।
- বন্দর অফিসে ও ইয়ার্ডে সরবরাহকৃত পানির মান সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে; এবং শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য শৌচাগারসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষন করা হয়না। বন্দরের শ্রমিক ও ট্রাক চালকদের জন্য পানীয় জল ও শৌচাগার স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।

শেওলা স্থলবন্দরঃ এটি একটি নতুন স্থলবন্দর যা বিদ্যমান স্থল কাস্টম স্টেশনের সাথে স্থাপন করা হবে। স্থলবন্দরটি সমতল প্লাবনভূমিতে স্থাপিত হবে। যা শুকনা মৌসুমে অনাবাদি থাকে এবং কিছু পরিবহন পার্কিং ও কিছু এলাকা বসবাসের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত বন্দর স্থাপন কার্যকমের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য প্রভাবের সারসংক্ষেপ গৃহীতব্য প্রশোমন উদ্যোগসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরটি কিছু এলাকা প্লাবনভূমির মধ্যে অবস্থিত সেহেতু বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। শেওলার প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিনে মুরিহা হাওর (একটি অভ্যন্তরীণ জলাধার) অবস্তিত। সাধারণত হাওড় হচ্ছে মৎস প্রজনন ক্ষেত্র এবং হাওরের াধিবসীরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ফলে প্রস্তাবিত স্থলবন্দর থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে মুরিহা হাওরের পানি যাতে দুষিত না হতে পারে সে বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে।
- প্রস্তাবিত বন্দরের কাছেই বসতি রয়েছে। ফলে নির্মাণ কাজ পরিচালনার সময় ধুলা ও শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং বন্দরের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শব্দ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর উদ্যোগ যেমন নিয়ন্ত্রিত এলাকা (বাফার জোন) ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। সুবিধাদির পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ধুলার বিষয়টিকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে।
- প্রস্তাবিত এলাকার পাশ দিয়ে বৃষ্টির পানির একটি প্রবাহ (নর্দমা) প্রবাহিত হয়েছে, বর্ষাকালে এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হয় এবং পানি নিষ্কাশনের সীমিত এলাকা রয়েছে। উক্ত প্রবাহটি সরলরেখায় প্রবাহিত নয় এবং বাঁক রয়েছে যদিও এর পার্শ্বে ভাঙন প্রতিরোধক ব্যবস্থা রয়েছে। ভাঙন প্রতিরোধে ঢাল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর এলাকটি ১০০ বছরের বন্যাসীমার উপরে স্থাপন করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

এই প্রকল্পের আওতায় সকর উপাদানের জন্য ভবিষ্যতে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, সেসকল বিষয় এই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। উপাদান ১ ক (স্থলবন্দর উন্নয়ন) এর জন্য প্রকল্পে বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময় নানামুখি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে। যেহেতু প্রকল্পের অন্য উপাদানের মধ্যে কোন প্রকার নির্মাণকাজ অন্তর্ভূক্ত নেই ফলে, উক্ত উপাদনের জন্য বিস্তারিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রতিপি উপ-প্রকল্পের জন্য বিস্তৃত পরিবেশগত প্রভাব জড়িপ সম্পাদন করতে হবে এবং বাস্তবায়নের পূর্বে বিশ্বব্যাংক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

বিএলপিএ আরপিএফ/ আরএপি/ এআএপি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি নিশ্চিত করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের পিআইইউতে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক সেল থাকবে। বিএলপিএ'র পরিবেশগত ও সামাজিক সেল এর প্রধান হবেন পিআইইউ, বিএলপিএ'র প্রকল্প পরিচালক। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে নিয়োজিত পরামর্শকবৃন্দ উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করবেন। আরএপি/ এআরএপি'র বিধানসমূহ তত্ত্বাবধান ও প্রয়োগের জন্য তদারককারী পরামর্শক ও ঠিকাদারদের পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকবে।

এই প্রকল্পের আওতায় ইএমএফ বাস্তবায়নে মোট প্রশাসনিক বাজেট ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত ব্যয়সমূহ সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।